সমকাল

তারিখ 08 OCT 2013
পৃঃ ৮ কলাম ৫

এমপিওভুক্তি আপাতত আর নয়

দাবি আদায়ে সোচ্চার ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ● সরকার বলছে টাকা নেই

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশের বেসরকারি সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির দাবিতে সোচ্চার থাকলেও এ সরকারের বাকি দিনগুলোতে আর নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে না। সংসদ সদস্যরা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে সংসদে মুখর হলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেছে। এমপিও না দেওয়া হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

এমপিওভুক্তি আপাতত আর নয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা। তাদের চোখের মুখে পড়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী।

এর আগে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের কাছ থেকে তিনটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এমপিওভুক্ত করার জন্য চেয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তালিকা জমাও দিয়েছিলেন এমপিরা। ওই তালিকা চূড়ান্ত করে বসে আছে মন্ত্রণালয়। শুধু অর্থের অভাবে এমপিওভুক্ত দেওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'আমরা তালিকা করে প্রস্তুত রয়েছি। অর্থ বরাদ্দ পেলেই নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।' তবে সচিব এ কথা বললেও অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের বাকি মেয়াদে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি দেওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। অর্থমন্ত্রীরও এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও শাখা থেকে জানা গেছে, সারাদেশে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন এমপিওভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে ১৭ লাখ শিক্ষার্থী। গত তিন বছর নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এ তিন বছরে সরকারি অনুমোদন পাওয়া প্রায় তিন হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও যোগ হচ্ছে এমপিওভুক্তির জন্য। যদিও নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তরফ থেকে এ বিষয়ে সরকারের ওপর ব্যাপক চাপ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের অর্ধেকের বেশি খরচ হয় এমপিও খাতে। বাকি অর্থ খরচ হয় উন্নয়নের কাজে। নতুন এমপিওর জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যদের অনেক চাপ আছে। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে এ মুহূর্তে এমপিওভুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, একজন সংসদ সদস্যের এলাকায় তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্থের সংকুলান না হওয়ায় একটি করেও সম্ভব হয়নি।

অর্থ সংকটই মূল কারণ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা থেকে জানা গেছে, গত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এমপিওভুক্তির জন্য মাত্র ৩৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। এই টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক বছরের জন্য এমপিওভুক্ত করা সম্ভব। অথচ জাতীয় সংসদের আসন রয়েছে ৩০০টি। তাই এ অর্থ দিয়ে দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় মাত্র একটি করেও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা সম্ভব নয়। এতে সংসদ সদস্যরাও ক্ষুব্ধ হতে পারেন। এ কারণে নতুন এমপিও দেওয়ার পথে আপাতত পা বাড়াতে চাইছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৭ হাজার প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে সরকারের ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। এ মুহূর্তে ৮০০ কোটি টাকার সংস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষা খাতে ২৫ হাজার ১১৪ কোটি টাকা রাখা হয়েছে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য।

শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ : এমপিওভুক্তি না পেয়ে দেশের নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা চরম ক্ষুব্ধ। নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি মো. এশারত আলী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী তাদের তিন মাসের মধ্যে এমপিওভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েও তা রাখেননি। তাই তারা আন্দোলনের পথই বেছে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, নতুন এমপিওর আবেদনের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। একবার কাউকে এমপিওভুক্ত করলে তা আজীবন সরকারকে বহন করতে হয়। মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বাজেটে যদি এমপিওর জন্য বরাদ্দ পাওয়া যায় তাহলে কিছু নতুন এমপিও দেওয়া যেতে পারে। তারপরও সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, মন্ত্রণালয়ে প্রায় দশ হাজারের বেশি এমপিওর আবেদন জমা পড়েছে। সর্বশেষ ২০১০ জুন মাসে ১ হাজার ৬১২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন এমপিও প্রদান করা হয়। এরপর থেকে নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এর আগে বিএনপি-জামায়াত জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার মিলে টানা ছয় বছর এমপিওভুক্তি বন্ধ ছিল। এদিকে, এমপিওভুক্তির দাবিতে আবারও আন্দোলনে নেমেছেন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা। এরই অংশ হিসেবে গতকাল সোমবার রাজধানীর শহীদ মিনারে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন তারা। পরে পুলিশের বাধার মুখে সরে যেতে বাধ্য হন। দাবি আদায়ে আজ মঙ্গলবার শহীদ মিনারেই সকাল ১১টা থেকে লাগাতার আন্দোলন ও আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।